দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 NOV. 1990. ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

1

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এরশাদ

আঞ্চলিক সহযোগিতার পুনরুজ্জীবন চাই

বাসস : প্রেসিডেন্ট এরশাদ গতকাল মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণকালে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সার্ককে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটাইতে হইবে। কারণ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

দক্ষিণ এশিয়াকে তাহার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের টেকসই উপায় হিসাবে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্রমবর্ধমান যৌক্তিকতা মানিয়া নিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, সার্ক দক্ষিণ এশীয় বাস্তবতার দৃশ্যত সেই অত্যাবশ্যক অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে যাহার অনুপস্থিতির শূন্যতা সহজে পূরণ করা যাইবে না।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, নেপালী প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণ প্রসাদ ভট্টরায়, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ভিবি বিজেতুঙ্গে এবং স্বাগতিক দেশ মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম ভাষণ দেন। ফার্স্ট লেডী বেগম রওশন এরশাদসমেত বিশিষ্ট অতিথি পত্নীগণ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদও পররাষ্ট্র সচিব আবুল আহসান সমেত সার্ক দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইউম সর্বসম্মতভাবে সার্কের নূতন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তাঁহার নাম প্রস্তাব করেন বিদায়ী চেয়ারম্যান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ। সার্ক নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিরা ইহা অনুমোদন করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ তাহার ২৩ মিনিটের ভাষণে সার্কের বিবিধ দিকের উপর আলোকপাত করেন এবং এই সংস্থা সহযোগিতা প্রসারের স্বাধীনতাকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না করে তাহা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইহার সনদের কতিপয় দিক পুনঃবিবেচনার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, ঐকমত্যের নিয়ম, দ্বিপাক্ষিক বা বিরোধীয় বিষয় আলোচনা না করার নীতি এবং সার্ক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতার বিকল্প না হইয়া পরিপূরক হইবে এই আদেশ সবই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সতর্কতার প্রয়োজনীয়তায় গুরুত্ব আরোপ করে।

তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা এবং সুনির্দিষ্ট অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে সফলভাবে অভিন্ন অবস্থান নিয়াছি। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে এমন বড় বড় ইস্যুতে আমরা পরস্পর আলোচনা করিয়াছি।

তিনি সাম্প্রতিক উপসাগর সংকটের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই সংকট দক্ষিণ এশীয় দেশগুলিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনার ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যোগাযোগের প্রশ্নটি বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উভয় স্তরেই আলোচিত হওয়া উচিত। তিনি সদস্য দেশগুলির মধ্যে তথ্য ও সংবাদাদি বিনিময়ের উপায় খুঁজিতে আলোচনার উপর গুরুত্ব দেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্নায়ুযুদ্ধোত্তর নূতন যুগের কতিপয় বাস্তব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া বলেন, সামরিক নিরাপত্তার উপর একক নির্ভরতা ক্রমশঃ প্রশ্ন সাপেক্ষ হইতেছে। তিনি বলেন, আশা জাগিয়াছে যে, আমরা জাতিসংঘ সনদের অবাস্তবায়িত ভিতভূমিতে আঞ্চলিক বন্দোবস্ত সমেত সম্মিলিত নিরাপত্তার একটা বৃহত্তর ও সুস্থতর ব্যবস্থার বিকাশ ঘটাইতে পারি।

ইহার আগে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ভুটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুকের তাঁহার হোটেল সুইটে সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সার্ককে আরও শক্তিশালী এবং সার্কের কার্যক্রমসমূহকে কিভাবে আরও সম্প্রসারিত এবং ফলদায়ক করা যাইতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

পূর্বাহ্নে-কুরুম্বার পর্যটন পল্লীতে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মামুন আবদুল গাইয়ুম এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টরাই পৃথক পৃথকভাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাহারা সার্ক এবং দ্বিপক্ষীয় বিষয় নিয়া আলোচনা করেন। নেপালী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে নেপালের জনগণ যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছে তাহার প্রশংসা করেন।